দৈনিক ইনকিলাব
THE DAILY INQILAB
শুধু দেশ ও জনগণের পক্ষে
ঢাকা রোববার, ৯ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৭, ২৩ মে ২০১০

বিদ্যুৎ সংকট সমাধানে আঞ্চলিক উদ্যোগ

ড. এম আজিজুর রহমান

বাংলাদেশে বিদ্যুতের প্রকৃত চাহিদা বড় অস্পষ্ট ও প্রশ্নবিদ্ধ। বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধানে সর্বাগ্রে বিদ্যুতের মোট চাহিদা নিরূপণ করতে হবে। বর্তমানে, অদূর ভবিষ্যতে এবং দীর্ঘ মেয়াদি ভিত্তিতে সামগ্রিকভাবে কি পরিমাণ বিদ্যুৎ প্রয়োজন ইত্যাদি। বিদ্যুতের চাহিদা নিরূপণ করতে পারলেই বিদ্যুতের সুষ্ঠু পরিকল্পনা করা সম্ভব। পরিকল্পনায় অভ্যন্তরীণভাবে কী পরিমাণ উৎপাদন করা যাবে এবং কী পরিমাণ বিদ্যুৎ বিদেশ থেকে আমদানি করতে হবে, আবার সরকারি উদ্যোগে উৎপাদিত বিদ্যুতের পরিমাণ কত হবে এবং বেসরকারি খাতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের দায়-দায়িত্ব কতটা ছেড়ে দিতে হবে ইত্যাদি থাকা প্রয়োজন। ১২০ কোটি লোকের ভারতে বিদ্যুতের চাহিদা ১ লাখ মেগাওয়াটের অধিক এবং সরবরাহ আছে ১ লাখ মেগাওয়াট। প্রতি ১ কোটি লোকের জন্য ভারতে বিদ্যুতের চাহিদা ও সরবরাহ প্রায় ১ হাজার মেগাওয়াট। একইভাবে বালাদেশে প্রতি এক কোটি লোকের জন্য বিদ্যুতের চাহিদা ১ হাজার মেগাওয়াট হলে সামগ্রিকভাবে বাংলাদেশে ১৫ কোটি লোকের জন্য বিদ্যুতের মোট চাহিদা হবে ১৫ হাজার মেগাওয়াট। উৎপাদন, নিয়োগ-বৃদ্ধি এবং দারিদ্র্য বিমোচন সাপেক্ষে সবার জন্যই বিদ্যুৎ বিষয়টি মনে রাখতে হবে। জনসংখ্যার তুলনায় হিসাব করলে বাংলাদেশের বিদ্যুতের চাহিদা প্রায় ১৩ হাজার থেকে ১৫ হাজার মেগাওয়াট। বাংলাদেশের বিদ্যুতের সরবরাহ আছে মাত্র ৫,০০০ হাজার মেগওয়াট। এর তিন গুণ পরিমাণে বিদ্যুতের সরবরাহ বাড়িয়ে ১৫ হাজার মেগাওয়াটে উন্নীত করতে পারলে সবার জন্য বিদ্যুৎ নিমিতে সম্ভব। অতি সম্প্রতি রাশিয়া আলাদাভাবে দু'টি প্রকল্পের মাধ্যমে ২ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ সরবরাহের আশ্বাস দিয়েছে, যা শুধু বিদ্যুতের চাহিদার আংশিক পূরণ করবে।

স্পষ্ট চাহিদা নিরূপণের মাধ্যমে আমাদের শুরুতেই বুঝতে হবে ভুটান ও নেপাল থেকে বিদ্যুৎ আমদানি ছাড়া বাংলাদেশের বিদ্যুতের চাহিদা আদৌ পূরণ করা সম্ভব হবে কিনা। যদি নেপাল ও ভুটান থেকে আমদানিকৃত বিদ্যুৎ ছাড়া বাংলাদেশ চলতে না পারে তা হলে এ সুবিধাগুলো এবং ভারতের সাথে আমাদের বিভিন্ন সুবিধা আদান-প্রদান সংক্রান্ত বিষয়গুলো দ্বিপাক্ষিক চুক্তির ভেতরে অবশ্যই অন্তর্ভুক্ত করার এখনই উপযুক্ত সময়। অতি সম্প্রতি এক পত্রিকার সংবাদ মোতাবেক হিমালয় পর্বতের জলপ্রবাহ, ঝর্ণা, নেপাল ও ভুটানের খরস্রোতা নদী ব্যবহার করে প্রায় ২ লাখ মেগাওয়াট বা তারও অধিক পরিমাণে পানি বিদ্যুৎ উৎপাদন করে সার্কভুক্ত দেশগুলোর বিদ্যুতের বাড়তি চাহিদা মেটানো সম্ভব। এরূপ স্বপ্নের বাস্তবতা নিয়েও ভাবতে হবে। ঐতিহাসিক ব্রিটিশ-শাসনামল থেকে আমরা দেখেছি রায়ট বা সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব, ধর্মীয় লড়াই, আত্মাহুতি ইত্যাদি মিলে স্থায়ীভাবে সৃষ্টি হয় ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে রাজনৈতিক, ভৌগোলিক, ধর্মীয় বিভিন্ন ধরনের দ্বন্দ্ব, যা আজ অবধি বিদ্যমান। এসব কারণে দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোর সমন্বয়ে গঠিত সার্ক (SAARC) নামক আঞ্চলিক সহযোগিতার মিশনটি কোনভাবে কোন সমস্যার ফলপ্রসূ সমাধান দিতে পারছে না। শত শত বছরের সাম্প্রদায়িক হিংসা, প্রতিহিংসার জের ধরে পাকিস্তান ও ভারতের ভেতরে সংঘর্ষ এখনও বিদ্যমান। তাদের ভেতরে এখনও চলছে যুদ্ধাস্ত্র বৃদ্ধি থেকে কে বেশি সংখ্যক আণবিক বোমা বানাতে পারে তার প্রতিযোগিতা। কোন আমলে ভারত ও পাকিস্তানের ভেতর এরূপ সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বের যবনিকা ঘটবে তা অন্তত বর্তমান প্রজন্ম জানে না। সার্কের উদ্যোগে ব্যাপকভাবে হিমালয়ের উৎস থেকে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করে দক্ষিণ এশিয়ার চাহিদা পূরণ করার স্বপ্ন হয়তো বা স্বপ্নই থেকে যাবে। সার্ক নিয়ে আমরা বহু স্বপ্ন দেখেছি, আর কোন স্বপ্ন নয়। বিশেষ করে বিদ্যুৎ সংকটাপন্ন বাংলাদেশের ওপর উল্লেখিত স্বপ্নের জের ধরে বসে থাকার কোন সুযোগ নেই। নেপাল-ভারত-বাংলাদেশ করিডোর এবং ভুটান-ভারত-বাংলাদেশ করিডোর সুবিধা অর্জন করে নেপাল ও ভুটান থেকে বিদ্যুৎ আমদানির সুবিধার কথা বাংলাদেশকে অবশ্যই ভাবতে হবে। এ সুবিধা অর্জনে বাংলাদেশকে ভারত হয়ে নেপাল ও ভুটানের সাথে আলাদাভাবে দু'টি ত্রিপক্ষীয় চুক্তি করতে হবে। একটি নেপাল-ভারত-বাংলাদেশ অন্যটি ভুটান-ভারত-বাংলাদেশ। আঞ্চলিক সহযোগিতা, বাণিজ্য-সুবিধা, আমদানি-রপ্তানি সুবিধা ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে চীন যেভাবে সহযোগিতার হাত বাড়াচ্ছে একইভাবে চীন-ভারত-নেপাল-ভুটান ও বাংলাদেশ পারস্পরিক সহযোগিতার হাত বাড়াবে এটাই স্বাভাবিক। চীনসহ প্রতিবেশী দেশ তিনটি বাংলাদেশের চট্টগ্রাম ও মংলা সামুদ্রিক বন্দর ব্যবহারের সুবিদা চায়।

বিদ্যুৎ সংকট সমাধানে বাংলাদেশকে এ সুযোগটি পুরোপুরিভাবে এবং অগ্রাধিকার ভিত্তিতে কাজে লাগাতে হবে। প্রতিবেশী দেশগুলো বাংলাদেশ থেকে অনেক সুবিধা নিবে কিন্তু বাংলাদেশ কোন সুবিধা পাবে না, এটা হতে পারে না।

ভারত হয়ে নেপাল ও ভুটানের সাথে Give and Take Policy'র সংশ্লিষ্টতায় বাংলাদেশের সাথে সব ধরনের সহযোগিতার শর্ত হিসেবে সমুদ্রবন্দর ব্যবহারের ত্রিপক্ষীয় দুটি চুক্তি এ মুহূর্তে করতে না পারলে পরে আর এর কোন সুযোগই থাকবে না বলে ধরে নেয়া যায়। অনেকের মতে, ভারত প্রতিবেশী দেশগুলোর প্রতি তেমন একটা সহযোগিতার মনোভাবাপন্ন নয়। দ্বিতীয়ত বিদেশের সাথে ভারতের যে কোন বাণিজ্যিক উদ্যোগই আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় আক্রান্ত হয়। আমলাতান্ত্রিক জটিলতা ও বামপন্থী মনমানসিকতার কারণে আমেরিকা কর্তৃক প্রস্তাবিত ১৫টি আণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্প এখনও ভারতে বাস্তবায়ন করা সম্ভব হচ্ছে না। একইভাবে যদি কোন কারণে ভারত এ সহযোগিতা দিতে ব্যর্থ হয় তাহলে বিদ্যুৎ আমদানির বিকল্প ব্যবস্থার কথা আমাদের ভাবতে হবে। যদি কোন কারণে বিশেষ করে ভারতের কারণে নেপাল ও ভুটান থেকে বিদ্যুৎ আমদানি করতে আমরা ব্যর্থ হই বিকল্প হিসেবে চীনের সাহায্য-সহযোগিতার কথা অবশ্যই ভাবতে হবে।

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, যুক্তরাষ্ট্র বিদ্যুৎ উৎপাদনে ভারতকে ১৫টি আণবিক বিদ্যুৎ প্রকল্পে অর্থায়ন করতে প্রস্তুত। পাবনার আণবিক প্রকল্প ছাড়া অনুরূপ কমপক্ষে তিন থেকে পাঁচটি আণবিক প্রকল্পের অর্থায়ন আমেরিকা থেকে আমরা পেতে পারি কিনা তা অবশ্যই ভেবে দেখার বিষয়। সাথে সাথে বিদ্যুৎ সমস্যার সমাধানকল্পে অভ্যন্তরীণভাবে যে সমস্ত প্রচেষ্টার কথা ভাবতে হবে তা নিম্নরূপ ঃ

১। অতি সত্বর বেসরকারী খাতে ব্যাপকভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন করার ব্যবস্থা নিতে হবে। উল্লেখ্য, বিদ্যুৎ উৎপাদনকারীরা বাজার মূল্যে বিদ্যুৎ বিক্রয় করবে এবং তাদের বিনিয়োগ যুক্তিসংগত হারে লাভজনক হবে। এ মর্মে উদার ও উৎপাদনমুখী বিদ্যুৎ আইন করে বেসরকারী খাত, ব্যবসায়ীবৃন্দ এবং উদ্যোক্তাদের আরো উৎসাহিত করতে হবে।

২। দিনাজপুরের বড়পুকুরিয়া কয়লাখনি থেকে ব্যাপকভাবে কয়লা উৎপাদন এবং কয়লা থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের সুযোগ গ্রহণ করতে হবে।

৩। কর্ণফুলী ও আশুগঞ্জসহ বিভিন্ন কেন্দ্রে বিদ্যুৎ উৎপাদন ও সরবরাহ বাড়াতে হবে।

৪। দক্ষিণ কোরিয়াসহ এশিয়ার বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশের মত Solar System-এর মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যাপক কার্যক্রম হাতে নিতে হবে।

৫। সমান্তরালভাবে ভাবতে হবে পার্শ্ববর্তী বার্মা থেকে গ্যাস আমদানি করে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায় কিনা।

লেখক : ভাইস চ্যান্সেলর, উত্তরা ইউনিভার্সিটি।

দেশবাসী
হাতে এবং এর